27

তারিখ ..01 JAN 1996 ..
পৃষ্ঠা ..১৩ কলাম ..৩....

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশের প্রকাশনা-৯৫

বই প্রকাশনায় নতুন উদ্যম

শিবরাজ আহমেদ

একুশের বইমেলাকে কেন্দ্র করেই মূলত আমাদের সৃজনশীল সাহিত্যের প্রকাশনা। বইমেলাকে কেন্দ্র করেই লেখক ও প্রকাশকদের মধ্যে গতিসঞ্চার হয়। বইমেলাকে সামনে রেখেই অনেক নতুন লেখক তাদের প্রথম বই প্রকাশ করেন। এ বছর কাগজ সংকট থাকায় প্রকাশনায় কিছুটা মন্দাভাব দেখা যায়। রোজা ও ঈদও বইমেলাকে ব্যাহত করে বলে প্রকাশকরা বই প্রকাশের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন।

বছরের শুরুতেই ১ জানুয়ারী থেকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় বইমেলা শুরু হয়। এই মেলায় অভাবিত দর্শক-ক্রেতাদের উৎসাহ প্রকাশকদের প্রেরণা যোগায়। জানুয়ারী মেলার সাফল্য এই বছর প্রকাশনা শিল্পে গতিসঞ্চার করে। কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হলেও প্রকাশকরা বইয়ের দাম তেমন একটা বাড়াননি। ভারতীয় বইয়ের অবাধ প্রকাশ আমাদের নিজস্ব প্রকাশনাকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করলেও এই ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গ্রন্থনীতি প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী উদ্যোগেও প্রচুর বই প্রকাশিত হয়েছে। বছরের শেষ দিকে বই বিক্রির হার তুলনামূলকভাবে স্থবির হয়ে যায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অবরোধ, হরতাল, বই প্রকাশে ভাটা আনে। আশার কথা হচ্ছে, নানাবিধ সংকট কাটিয়ে আমাদের প্রকাশকরা নিত্য নতুন বই প্রকাশ করে চলেছেন। বই বিক্রির হারও বাড়ছে। ক্রেতার পরিমাণও বাড়ছে। গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি সিরিয়াসধর্মী বইয়েরও বিক্রি এ বছরে ভাল হয়েছে।

আমাদের দেশে মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বড় অংশ বই কিনে থাকেন। পাঠক শ্রেণীর মধ্যে জরিপ করে দেখা গেছে, সর্বাধিক পাঠকদের পছন্দ হুমায়ূন আহমেদের যে কোন নতুন উপন্যাস। এছাড়া ইমদাদুল হক মিলন, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, সেলিম হোসেন, মঈনুল আহসান সাবের, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসনাত আবদুল হাই, নাসরীন জাহান এদের উপন্যাসও অনেক পাঠক মন দিয়ে পড়েন। উপন্যাসের পাঠক-সংখ্যা পরেই রয়েছে শিশু-কিশোর সাহিত্য। কবিতা, জীবনী-সমালোচনা, প্রবন্ধ-ফিচার, ছোটগল্পের পাঠক সংখ্যাও উল্লেখ করার মত। তবে আমাদের প্রকাশনা জগতে বিচিত্র-বিষয় নিয়ে বই কম প্রকাশিত হয়। এখানে লেখক ছাপা হয়, বিষয় নয়। যে কারণে বহু প্রয়োজনীয় বই প্রকাশিত হয় না।

এ বছর প্রবন্ধ, রাজনীতি, নিবন্ধ, সমালোচনামূলক বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শওকত ওসমানের অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ। মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত রায়ের বাংলাদেশের সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ডঃ আশরাফ কায়সারের বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, মনজুর আহমদের মাভৈ নিউইয়র্ক, আইয়ুব হোসেনের ডাক দিয়ে যায় জননী, নির্মল সেনের মা-জন্মভূমি, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা, জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সংগ্রহ ইত্যাদি। পাঠক-ক্রেতারা সমালোচনা, স্মৃতি কাহিনী, তথ্য প্রতিবেদন বিষয়ক বই পড়তে খুবই আগ্রহী ছিলেন। এই ধারা অব্যাহত থাকলে আমাদের প্রকাশনা ভিন্ন একটি পথের সন্ধান পাবে।

হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয়তার শীর্ষে

কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি-এই আপ্তবাক্য ভেবে কবিতা এক সময় হতাশ হয়ে উঠেছিলেন। কবিতার বইয়ের নাকি বিক্রি নেই-এ কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে এ বছরে উল্লেখযোগ্য হারে কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। নির্মলেন্দু গুণের আনন্দ উদ্যান, মহাদেব সাহার লাজুক লিরিক, বেঁচে আছি স্বপ্ন মানুষ, রফিক আজাদের পাগলা গারদ থেকে প্রেমিকার পিঠ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর আমার সব কথা, সিকদার আমিনুল রুসালের আলো ও অন্যান্য কবিতা, মুহাম্মদ নূরুল হুদার প্রিয় পংক্তি, হাসান হাফিজের দূরে পাহাড়ের ঘুম, ভালবাসা তার ভাষা, রেজাউদ্দীন ষ্টালিনের ওরা আমাকে খুঁজছিল সম্ভাবনার নিচে, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের একি কান্ড পাতা নেই, ইরাজ আহমদের ফেলে আসা রুমাল, কামাল চৌধুরীর এসেছি নিজের ভোরে, সৈয়দ হায়দারের বয়স যখন দিচ্ছে তাড়া, হেলাল হাফিজের কবিতা-কার্ড ভালোবেসো একশ বছর, খোন্দকার আশরাফ হোসেনের নির্বাচিত কবিতা ইত্যাদি বইগুলো লেখক-পাঠকদের সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও প্রকাশকরা ভাল পান্ডুলিপির অভাবে ছোটদের বই প্রকাশ করতে পারেননি। হুমায়ূন আহমেদ ছোটদের নতুন বই না লিখতে পারলেও 'ছোটদের সেরা গল্প' নামের একটি বই প্রকাশ করেছেন। মুহাম্মদ জাফর ইকবালের ক্রোমিয়ার রহস্য ত্রিনিত্রি রাশিমালা, স্কুলের নাম পথচারী, শাহরিয়ার কবিরের মরু শয়তান ও ঘাতকের সন্ধানে, মুনতাসীর মামুনের হ্যান্ড এন্ডারসনের খোঁজে, লুৎফর রহমান রিটনের হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা, আমীরুল ইসলামের পিচ্চি ভূতের বাহাদুরী, আহমদ মাযহারের ওডিসি, নাট্যকার মমতাজউদ্দীন আহমেদের সজল মোতার ঠিকানা, মুশাররফ করিমের কোকাকোকা, তানজীর লিটনের আগে গেলে বাঘে খায়, ওবায়দুল গনি চন্দনের হেঁইও, বিপ্রদাশ বড়ুয়ার গ্রাম বাংলার হাসির গল্প, মহাদেব সাহার ছুটির দুপুর, আসাদ চৌধুরীর গর্ব আমার অনেক কিছুর ইত্যাদি বই উল্লেখ করার মত। এছাড়া বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশিত রূপকথা সিরিজ ও শিশু-কিশোর সিরিজ দুটি খুবই উল্লেখযোগ্য।

বইয়ের বাজারে বেষ্ট সেলার বলে একটি শব্দ চালু আছে। সর্বাধিক বিক্রির বইগুলোই বেষ্ট সেলারের তালিকায় উঠে আসে। কতগুলো বই বিক্রি হলে একটি বই বেষ্ট সেলার হয় এ ব্যাপারে কোন বিধি নেই। তবে তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক বিক্রিত বইগুলোই এই তালিকায় বিচার বিবেচনার বিষয়।

এ বছরও বেষ্ট সেলার লেখক ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। অবিশ্বাস্য পাঠকপ্রিয়তা তাকে রূপান্তরীত করেছে হিরো হিসাবে। তার প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে জীবনকৃষ্ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুল, সকল কাঁটা ধন্য করে, পারুল ও তিনটি কুকুর, পেন্সিলে আঁকা নারী, হিমু, এপিটাফ এবং ভয়ংকর ভূতুরে। প্রতিটি বইই বিক্রির রেকর্ডে সর্বাধিক। জনপ্রিয় ধারার আরেক লেখক ইমদাদুল হক মিলন। সে এতদিন কোথায় ছিলে, কোথায় প্রেম, শেষ কথাটি বলে যাও, কেন দূরে থাকো, সে যেন ভোলে না মোরে ইত্যাদি তার প্রকাশিত বই। নির্মলেন্দু গুণের আমার কন্ঠস্বর, মুহাম্মদ জাফর ইকবালের ক্রোমিয়ার রহস্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, আনিসুল হকের অন্ধকারে একশ বছর, হানিফ সংকেতের রঙ্গবিরঙ্গ, নাসরীন জাহানের যখন চারপাশের বাতিগুলো নিভে আসছে। আশরাফ কায়সারের বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ইত্যাদি বইগুলোর বিক্রি ভাল ছিল।

এ বছর বাংলা একাডেমী উল্লেখযোগ্য, প্রয়োজনীয় কিছু বই প্রকাশ করে। সারা বছর ধরেই তাদের প্রকাশনা অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের অভিধান প্রকাশ করে তারা পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ বছর সর্বাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে আগামী প্রকাশনী। বিভিন্ন ধরনের বই তাদের তালিকায়।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে চলেছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ক্ল্যাসিক বই। এছাড়া সাহিত্য প্রকাশের প্রকাশনাও উল্লেখ করার মত। অনন্যা প্রকাশনী, নওরোজ কিতাবিস্তান, সময় প্রকাশন, পার্ল পাবলিকেশন্স, শিখা প্রকাশনী, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, শিল্পতরু, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, মাওলা ব্রাদার্স, জ্ঞানকোষ, মন প্রকাশ, প্রকাশ ভবন, অনুপম প্রকাশনী, অঙ্কুর প্রকাশনী, একাডেমিক পাবলিশার্স, সালমানী সাহিত্য জগৎ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, কাকলী প্রকাশনা, দেশ প্রকাশনা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, হাতেখড়ি, দিব্য প্রকাশ, বিদ্যাপ্রকাশ, মুক্তধারা, পল্লব পাবলিশার্স, বিউটি বুক হাউস, সূচিপত্র ইত্যাদি প্রকাশনা সংস্থা সারা বছরই বই প্রকাশ করেছে।

আমাদের দেশে প্রকাশকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই মূলত বই প্রকাশনা চলছে। প্রকাশনা এখনও শিল্প হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বই প্রকাশের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিবছরই। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয় ছাপা ও বাঁধাই ভাল। বইকে ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে প্রকাশকদের চেষ্টার ত্রুটি নেই।

সৃজনশীল বই প্রকাশের মূল সংকট হচ্ছে কাগজ-এই বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়

(১৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(১৩-এর পৃঃ পর)

মন্তব্য করেন প্রতীক প্রকাশন সংস্থার আলমগীর রহমান। মুদ্রণ প্রযুক্তি দ্রুত এগিয়ে গেলেও কাগজের অভাবে প্রকাশনা মান উন্নত করা যাচ্ছে না। ছাপা, বাঁধাই, স্ক্যানিং প্রসেস ইত্যাদি মানসম্পন্ন হলেও বিচিত্র ধরনের কাগজের অভাবে বই প্রকাশনাকে বৈচিত্র্যময় করা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, আলমগীর রহমান প্রতীক প্রকাশনের পক্ষ থেকে প্রকাশনা মান হিসাবে সবচেয়ে সুদৃশ্য বইগুলো প্রকাশ করেছেন।

বিদ্যাপ্রকাশের মজিবর রহমান [illegible] একই মতামত ব্যক্ত করেন [illegible] কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু চাহিদার চেয়ে আমাদের উৎপাদন কম [illegible] কাগজ আমদানী করেই বইয়ের প্রকাশনায় ভ্যারাইটি আনতে হবে, বইয়ের মান বৃদ্ধি করতে বিদেশী কাগজের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না

সর্বাধিক বইয়ের প্রকাশক ওসমান গনি জানান, সরকারী উদ্যোগ ছাড়া প্রকাশনা-শিল্প স্থবির হয়ে যেতে বাধ্য। শুধুমাত্র বইমেলাকে উপলক্ষ করেই বই প্রকাশ চলবে এরকম চলতে পারে না। আমাদের প্রয়োজন, নানা ধরনের বই প্রকাশ। সারা বছর ধরে বই প্রকাশ করতে হবে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রকাশনা বিভাগের আহমদ মাযহার জানান, আমাদের প্রকাশনায় অনেক সংকট অনেক সীমাবদ্ধতা। তবুও বই প্রকাশিত হচ্ছে; বিক্রি হচ্ছে।

বই প্রকাশ একটি [illegible] আশা-আকাঙ্ক্ষা মননের ছবি। বই [illegible] আমাদের চিন্তা-চেতনা ও [illegible]।